ধর্ম অবমাননা একটি আন্তর্জাতিক অপরাধ

মুফতী আবদুল্লাহ নাজীব
সদর ও প্রধান
জামিআ সুফফাহ শারকিয়া-বগুড়া

প্রকাশনায়
দারুত তাসনীফ
জামিআ সুফফাহ শারকিয়া-বগুড়া

ধর্ম অবমাননা বর্তমান বিশ্বে একটি বহুল আলোচিত বিষয়। অবমাননা অর্থ অপমান বা অসম্মান করা। ধর্ম-বিশ্বাসের যেকোনো অংশকে আঘাত বা অপমান করা; নিন্দা কিংবা ঠাট্টা করা; অশালীন ভাষায় আক্রমণ করা; ধর্মীয় অনুভ,তিতে আঘাত করা-সবই ধর্ম অবমাননার অন্তর্ভুক্ত। প্রচলিত পরিভাষায় ধর্ম অবমাননাকে বলা হয় ‘ব্লাসফেমি’ (Blasphemy)। ‘ব্লাসসফেমি’ মূলত একটি ল্যাটিন শব্দ, যার অর্থ: হেয় করা, তুচ্ছ করা ইত্যাদি। শব্দটি শুরুতে খ্রিষ্টধর্ম অবমাননার অপরাধ বুঝাতে ব্যবহৃত হতো। পরবর্তীতে অন্যান্য ধর্ম অবমাননার জন্যও এর ব্যবহার হয়েছে। ‘ব্লাসফেমি আইন’ বলতে ধর্ম অবমাননার দন্ডবিধিকে বোঝানো হয়। নির্দিষ্ট কোনো দন্ড বা শাস্তি নয়; যেকোনো ধরনের দন্ডকেই বুঝানো হয়। ধরন ও মাত্রাভেদে বর্তমান বিশ্বের অনেক উন্নত দেশে এই আইন কার্যকর রয়েছে।

আমাদের দেশে বেশ কিছু দিন হলো ব্লাসফেমি বা ধর্ম অবমাননার অপরাধ আশঙ্কাজনক হারে বেড়েছে। বরাবরই একটি চিহ্নিতমহল থেকে এই অপরাধের চর্চা হয়ে আসছে। যাচ্ছেতাই বলাকেই তারা বাকস্বাধীনতা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার চর্চা বলে নামকরণ করেছে। নাস্তিক পরিচয়ে ধর্মের অবমাননাকে তারা বাকস্বাধীনতার প্রথম অধিকার বলে মনে করে। বাকস্বাধীনতার পর্দার আড়ালে নিজেদের ঘৃণ্য পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও স্বীয় প্রভুদের আশীষ গ্রহণে তারা সদা তৎপর।

ধর্ম অবমাননা ও বাকস্বাধীনতা

যখনই ব্লাসফেমি বা ধর্ম অবমাননাকে অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, তখনই তারা বাকস্বাধীনতার ছুঁতো তুলে এর বিরোধিতা করেছে। বাকস্বাধীনতাই যেন তাদের রক্ষাকবচ। ব্লাসফেমি করো আর বাকস্বাধীনতার ল্যাভেল লাগিয়ে দাও; ব্যাস, সাতখুন মাফ! বাকস্বাধীনতার যত্রতত্র ব্যবহার দেখে সন্দেহ হয়, বাস্তবেই তাদের নিকট বাকস্বাধীনতার নির্দিষ্ট কোনো ব্যাখ্যা আছে কিনা? নাকি অর্থ না বুঝে নিছক শব্দের তরবারী নিয়েই তারা লড়াইয়ে উদ্ধত হয়েছে। সন্দেহটি প্রবল হলো মুফতী মুহাম্মদ তাকী উসামানী হাফিযাহুল্লাহর একটি অর্থবহ সাক্ষাৎকার দেখে। তিনি বলেন-

'অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল' নামে একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা আছে। তার হেড অফিস প্যারিসে। বছর কয়েক আগে এই সংস্থার জনৈক রিসার্চ স্কলার সার্ভে করার জন্য পাকিস্তানে আসে। আল্লাহ তাআলাই জানেন কেনো সে আমার সাক্ষাৎকার নিতে এলো। সে তার আগমনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলল, আমাদের উদ্দেশ্য চিন্তা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা সম্পর্কে কাজ করা। অনেক লোক মুক্তচিন্তার কারণে কারাগারে বন্দি আছে। এটা এমনই একটি অবিসংবাদিত বিষয়, যে সম্পর্কে কারও কোনও ভিন্নমত থাকা উচিত নয়। এ বিষয়ে সর্বস্তরের মানুষের মতামত জানার জন্য আমাকে পাকিস্তান পাঠানো হয়েছে। আমি শুনেছি বিভিন্ন স্তরের

জ্ঞানীজন ও বুদ্ধিজীবীদের সাথে আপনার সম্পর্ক আছে এবং আপনি নিজেও একজন বিদ্বান ও চিন্তাশীল মানুষ। তাই আমি আপনাকেও কিছু প্রশ্ন করতে চাই।...

আমি তার সার্ভে সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর তার প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকার করলাম। তারপর বললাম, অনুমতি দিলে আমি আপনাকে কিছু প্রশ্ন করব। তিনি বললেন, প্রশ্ন করতে তো আমি এসেছিলাম, কিন্তু উল্টো আপনি প্রশ্ন করতে চাচ্ছেন।... ঠিক আছে, তাই হোক।

আমি বললাম, আপনার সংস্থাটি মুক্তচিন্তা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে সর্বব্যাপী প্রতিষ্ঠাদানের লক্ষ্যে কাজ করছে। আমি জানতে চাচ্ছি, আপনারা কি বলতে চান, চিন্তার স্বাধীনতা প্রতিটি মানুষের মৌলিক অধিকার, যা প্রতিটি মানুষ ‘নিঃশর্তভাবে’ ভোগ করবে, নাকি এর জন্য কোনও ‘শর্ত ও সীমারেখা’ আছে? উদাহরণত এক ব্যক্তি বলে, দুনিয়ায় যত বিত্তবান লোক আছে তারা অবৈধ পন্থায় অর্থবিত্ত সঞ্চয় করেছে, তাই তাদের সমস্ত সম্পদ কেড়ে নিয়ে গরীবদের মধ্যে বন্টন করে দেওয়া উচিত। সে তার এ চিন্তাটি সর্বস্তরে ছড়িয়ে দিতে চায়। এজন্য তার একটি দল প্রতিষ্ঠারও ইচ্ছা আছে। দলটির কাজ হবে ধনীর ঘরে ডাকাতি করে তার সমস্ত সম্পদ গরীবদের মধ্যে বন্টন করে দেওয়া। এই যে লোকটি এভাবে চিন্তা করছে, তার এই চিন্তা কি সঠিক এবং তার

এই মত প্রকাশ করার অনুমতি দেওয়া হবে, নাকি তাকে এর থেকে নিবৃত্ত করা হবে?

তিনি বললেন, তাকে এই মত প্রচারের অনুমতি দেওয়া যাবে না। তাকে বাঁধা দিতে হবে।

আমি বললাম, কেন বাধা দেওয়া হবে? যখন মতপ্রকাশের স্বাধীনতা আছে এবং এটা যখন 'নিঃশর্তভাবেই' ব্যক্তির মৌলিক অধিকার, তখন তাকে এই মতপ্রকাশে কেন বাঁধা দেওয়া হবে? বাঁধা দেওয়া হলে তার অর্থ দাঁড়ায়, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা সম্পূর্ণ 'অবাধ ও নিঃশর্ত' নয়; বরং এর জন্য কিছু শর্ত ও সীমারেখা আছে। এটা এমনকিছু শর্তের অধীন, যা রক্ষা করা জরুরী। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা উক্ত শর্তসাপেক্ষেই ভোগ করা যাবে। তাহলে কি আপনি স্বীকার করছেন যে, মতপ্রকাশের জন্য কিছু শর্ত ও সীমারেখা থাকা চাই?

তিনি বললেন, হ্যাঁ, এর জন্য কিছু সুনির্দিষ্ট শর্ত ও সীমারেখা থাকা উচিত। উদাহরণত আমার মত হল, মুক্তচিন্তার সাথে এই শর্ত অবশ্যই থাকতে হবে যে, তা যেন অন্যের বিরুদ্ধে চরমপন্থা আকারে প্রকাশ না পায়। অর্থাৎ চিন্তার স্বাধীনতা ভোগ করতে গিয়ে অন্যের উপর কিছুতেই চড়াও হওয়া যাবে না।

আমি বললাম, আপনি যেমন নিজ চিন্তা অনুযায়ী মুক্তচিন্তার উপরে একটি শর্ত আরোপ করেছেন, তেমনি অন্য কেউ যদি নিজ চিন্তা অনুযায়ী ভিন্ন কোনো শর্ত আরোপ করে, তবে তারও সেই অধিকার থাকবে কিনা? যদি তা না থাকে তাহলে এর কী যুক্তি যে, আপনার

চিন্তাকে মূল্যায়ন করা হবে, কিন্তু আরেকজনের চিন্তাকে প্রত্যাখ্যান করা হবে? সুতরাং মূল প্রশ্ন হল, মুক্তচিন্তা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা কী কী শর্তের আওতাধীন হবে এবং আপনার কাছে এমন কী মাপকাঠি আছে, যা দ্বারা সিদ্ধান্ত নেবেন এর জন্য কী কী শর্ত আরোপ করা হবে এবং কী কী শর্ত আরোপ করা হবে না?
তিনি উত্তর দিলেন, আমরা এ বিষয়ে এখনও পর্যন্ত যথারীতি চিন্তা করিনি।

আমি বললাম, আপনি এতোবড় আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে যুক্ত আর এ কাজের সার্ভে করার জন্য এতদূর এসেছেন, অথচ মুক্তচিন্তার জন্য কী সীমারেখা থাকা উচিত, সেই প্রশ্ন এখনও পর্যন্ত আপনার চিন্তায় আসেনি। এদিকে লক্ষ করে আমার ধারণা হয় আপনাদের পরিকল্পনা সফল হওয়ার নয়।
তিনি বললেন, আপনার এসব চিন্তা-ভাবনা আমি আমার সংস্থায় পৌঁছাব আর এ সম্পর্কে আমাদের যে লিটারেচার আছে তাও আপনার কাছে পৌঁছাব। এই বলে তিনি আমাকে হালকা কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বিদায় গ্রহণ করলেন।' (ইসলাম আওর হামারী যিন্দেগী)
প্রকৃত বাস্তবতা হলো, স্বাধীন আর স্বাধীনতা শব্দগুলো প্রায়ই আমরা আওড়াই; কিন্তু এর বাস্তবতা এবং সীমারেখার কথা ভাবি না। অবাক হওয়া মত বাস্তবতা হলো, আমরা নিজেদের অজান্তেই একপ্রকার সীমারেখা মেনে চলি। কিন্তু যখনই অন্য কেউ সীমারেখার কথা উচ্চারণ করে তখন আর মানতে চাই না। ভেবে

দেখুন, আমরা নিজ পিতা-মাতা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন এবং প্রতিবেশীদের শ্লীলতাহানী হয় বা তাদের মানহানী হয় এমন কথা বলি না। আমাদের জাগ্রত বিবেকই আমাদেরকে বাঁধা দেয়। তাহলে কি আমরা আক্ষরিক অর্থে অবাধ স্বাধীনতার চর্চা করি? না, করি না। এই কথাগুলোই যখন আইনের আওতায় হয় তখন তথাকথিত মানবাধিকার কর্মীরা চেঁচামেচি শুরু করে। বলা হয় বাকস্বাধীনতাকে হরণ করা হচ্ছে।

প্রকৃতপক্ষে আক্ষরিক অর্থে বাকস্বাধীনতা চর্চা করা অসম্ভব। কারণ একজন ব্যক্তি লাগামহীন স্বাধীনতা ভোগ করলে অন্যজনের স্বাধীনতায় আঘাত আসবে নিশ্চিত। ভেবে দেখুন, একজনের ব্যক্তিগত সম্মান রক্ষার এবং ব্যক্তিগত বিষয়ে গোপনীয়তা রক্ষার স্বাধীনতা রয়েছে। যদি অপর একজন প্রথমজনের ক্ষেত্রে নিজের বাকস্বাধীনতা চর্চা শুরু করতে চায়, তাহলে কাকে অগ্রগণ্য করবেন? কার স্বাধীনতার অনুমতি দিবেন? আক্ষরিক অর্থে স্বাধীনতার কথা বললে দুজনের যে কোনো একজনের স্বাধীনতা খর্ব হবেই।

একজনের মতে কোনো তথ্য কল্যাণকর মনে হলেও অন্যজনের মতে তা কল্যাণকর নাও হতে পারে। তাহলে কার মতকে প্রাধান্য দেয়া হবে? কার স্বাধীনতা ভোগ করার অধিকার দেয়া হবে? বিভিন্ন দেশে দেখা যায়, কোনো সংস্থা জনস্বার্থে সরকারের কোনো গোপন নথি ফাঁস করে। অথচ সরকারের কাছে তা অকল্যাণকর এবং রীতিমত একটি গুরুতর অপরাধ।

এ কারণেই বর্তমান পৃথিবীতে কোনো দেশেই আক্ষরিক অর্থে অবাধ স্বাধীনতার চর্চা হয় না এবং এর অনুমতিও নেই। যেসব দেশ থেকে স্বাধীনতার মুখরোচক বিভিন্ন শ্লোগান আমদানি করা হয়, খোদ সেসব দেশেও আক্ষরিক অর্থে বাকস্বাধীনতা নেই। সকল দেশের আইনই এতে নির্দিষ্ট সীমারেখা টেনে দিয়েছে। যাতে অন্যের স্বাধীনতা নিশ্চিত থাকে।

বাকস্বাধীনতার সীমারেখা

ইসলাম বাকস্বাধীনতার যৌক্তিক ও সার্বজনীন সীমারেখা স্থির করেছে। পরিমিত ও স্বাভাবিক বাকস্বাধীনতার আদর্শ নমুনা ইসলামেই রয়েছে। যেহেতু ইসলামী আদর্শ তাদের পছন্দ নয়, তাই উন্নত বিশ্ব থেকেই কিছু উদাহরণ টানছি। বর্তমান বিশ্বে স্বতসিদ্ধভাবে নির্দিষ্ট সীমারেখার মাঝেই বাকস্বাধীনতার চর্চা হচ্ছে। কোনো দেশেই ব্যাপক বা আক্ষরিক অর্থে বাকস্বাধীনতা চর্চা করার আইন নেই এবং এধরনের আইন কার্যকর করা সম্ভবও নয়।

জাতিসংঘের মানবাধিকার ঘোষণায় বাকস্বাধীনতা

১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর প্যারিসে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে মানবাধিকার সনদ (Universal Declaration of Human Rights (UDHR)) ঘোষিত হয়। উক্ত সনদের ১৯ নং নিবন্ধ নিম্নরূপ-

"Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers."

"প্রত্যেকেরই মতামত পোষণ এবং মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকার রয়েছে। অবাধে মতামত পোষণ এবং রাষ্ট্রীয় সীমানা নির্বিশেষে যে কোন মাধ্যমের মারফত ভাব এবং তথ্য জ্ঞাপন, গ্রহণ ও সন্ধানের স্বাধীনতাও এ অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।"

পরবর্তীতে ১৯৬৬ সালের ১৬ ডিসেম্বরে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে "বেসামরিক ও রাজনৈতিক আন্তর্জাতিক চুক্তি" International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) গৃহীত হয়। যা ১৯৭৬ সালের ২৩ মার্চ হতে কার্যকর হয়। এটি ছিলো পূর্বোক্ত মানবাধিকার ঘোষণার সাথে সমন্বিত ও কিছু অংশে পরিমার্জিত আরেকটি বিল। এতে পূর্বোক্ত ১৯ নং নিবন্ধকে সংশোধন ও বিশ্লেষণ করে নিম্নের রূপ দেয়া হয়-

"Article 19

Everyone shall have the right to hold opinions without interference.

Everyone shall have the right to freedom of expression; this right shall include freedom to seek, receive and impart information and ideas of all

kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art, or through any other media of his choice.

The exercise of the rights provided for in paragraph 2 of this article carries with it special duties and responsibilities. It may therefore be subject to certain restrictions, but these shall only be such as are provided by law and are necessary:

(a) For respect of the rights or reputations of others;

(b) For the protection of national security or of public order, or of public health or morals.

"নিবন্ধ ১৯:

১. প্রত্যেকের অন্যদের হস্তক্ষেপ ছাড়াই নিজস্ব মতামত রাখার অধিকার থাকবে।

২. প্রত্যেকেরই মত প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকার থাকবে। সীমান্ত নির্বিশেষে যেকোনো ধরনের তথ্য বা ধারণার সন্ধান, গ্রহণ, প্রদান এর অন্তর্ভুক্ত। চাই তা মৌখিকভাবে, লিখিত বা মুদ্রিত আকারে, শিল্পের আকারে, বা তার পছন্দের অন্য যেকোনো মাধ্যমেই হোক না কেন।

৩. এই নিবন্ধের অনুচ্ছেদ ২- এ প্রদত্ত অধিকারগুলোর অনুশীলনের সাথে বিশেষ কিছু দায়-দায়িত্বও জড়িত। তাই উক্ত অধিকারসমূহ

কিছু বাধ্যবাধকতা/সীমাবদ্ধতার সাথেও শর্তযুক্ত হতে পারে। তবে এসব বাধ্যবাধকতা কেবল আইন দ্বারা সরবরাহিত এবং প্রয়োজনীয় পর্যায়ে হতে হবে, যাতে-

(ক) অন্যদের অধিকার বা ভাবমূর্তির সম্মান রক্ষা করা যায়;
(খ) জাতীয় নিরাপত্তা বা জনশৃঙ্খলা, জনস্বাস্থ্য বা নৈতিকতার সুরক্ষা নিশ্চিত করা যায়।"

ইউরোপীয় ইউনিয়নে বাকস্বাধীনতা

ইউরোপীয় ইউনিয়নের ঐতিহাসিক মানবাধিকার সম্মেলনে গৃহীত বিলের ১০ নং নিবন্ধেও বাকস্বাধীনতার বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। উইকিপিডিয়া থেকে সংশ্লিষ্ট নিবন্ধটি উদ্ধৃত করা হলো:

"Article 10 – expression Edit
Main article: Article 10 of the European Convention on Human Rights
Article 10 provides the right to freedom of expression, subject to certain restrictions that are "in accordance with law" and "necessary in a democratic society". This right includes the freedom to hold opinions, and to receive and impart information and ideas, but allows restrictions for:

- interests of national security;
- territorial integrity or public safety;
- prevention of disorder or crime;
- protection of health or morals;
- protection of the reputation or the rights of others;
- preventing the disclosure of information received in confidence;
- maintaining the authority and impartiality of the judiciary."

"মানবাধিকার সম্পর্কিত ইউরোপীয় ইউনিয়নের কনভেনশনের দশম অনুচ্ছেদে 'আইনগত ও গণতান্ত্রিক সমাজের জন্য প্রয়োজনীয়' কিছু বিধিনিষেধ সাপেক্ষে মতপ্রকাশের স্বাধীনতার অধিকার সম্পর্কে বলা হয়েছে।

যেকোনো মতামত অবলম্বন এবং তথ্য বা ধারণা গ্রহণ ও প্রদানের স্বাধীনতা এই অধিকারের আওতাভুক্ত।

তবে নিম্নবর্ণিত কারণে এক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা আরোপের সুযোগ রয়েছে-

- জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থ;
- আঞ্চলিক অখন্ডতা বা জননিরাপত্তা;
- অপরাধ ও বিশৃংখলা প্রতিরোধ;
- স্বাস্থ্য ও নৈতিকতা/নৈতিক মূল্যবোধের সুরক্ষা;
- অন্যদের অধিকার ও মর্যাদা/ভাবমূর্তি সংরক্ষণ;

- গোপনীয় তথ্য ফাঁস রোধ;
- বিচার বিভাগের কর্তৃত্ব ও নিরপেক্ষতা বজায় রাখা।

বাংলাদেশের সংবিধানে বাকস্বাধীনতা

অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও মতপ্রকাশ ও বাকস্বাধীনতাকে শর্তহীন, বল্গাহীন করে রাখা হয়নি। বিভিন্ন সীমারেখা দিয়ে একে শর্তযুক্ত করা হয়েছে। যেমন: বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৯ নং অনুচ্ছেদের ২নং দফায় আছে:
(ক) প্রত্যেক নাগরিকের বলার ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করা হলো।
'তবে শর্ত হলো, রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, বিদেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, জনশৃঙ্খলা, শালীনতা, নৈতিকতা রক্ষার স্বার্থে বা আদালত অবমাননা, মানহানি বা কোনো অপরাধ সংঘটনে প্ররোচনা দিতে পারে- এসব ক্ষেত্রে উক্ত অধিকারগুলোর ওপর আইন অনুসারে যুক্তিসঙ্গত বাধা-নিষেধ আরোপ করা যাবে।'

'ধর্ম অবমাননা' বাকস্বাধীনতার চর্চা নয়; বরং স্বাধীনতা হরণ

উল্লিখিত কয়েকটি উদাহরণ থেকেই আশা করি পরিষ্কার হয়েছে যে, বর্তমান বিশ্বের স্বীকৃত আইনে আক্ষরিক অর্থে বাকস্বাধীনতার চর্চা অনুমোদিত নয়; বরং রয়েছে নানাবিধ শর্ত ও নিয়ম। এই শর্তগুলো যেহেতু স্বতঃসিদ্ধ ও সার্বজনীন, তাই এসকল শর্ত সহকারেই বাকস্বাধীনতার অর্থ ও ব্যাখ্যা করতে হবে। কেউ এসব

শর্তাবলী ও সীমারেখার তোয়াক্কা না করে বাকস্বাধীনতার চর্চা করলে তা হবে অন্যের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ।

বাকস্বাধীনতার সীমারেখা কি উন্নতি ও অগ্রগতির প্রতিবন্ধক?

কারো একথা বলার সুযোগ নেই যে, বাকস্বাধীনতাকে নিয়ন্ত্রণ করলে তো দেশ উন্নত হবে না; গবেষণার কাজ ব্যহত হবে; কারণ যাদেরকে তারা আদর্শ গুরু মনে করে, সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য যাদেরকে আইডল ভাবে, তারা তো বাকস্বাধীনতায় সীমারেখা আরোপ করেছে। তাদের উন্নতির পথে এটি কখনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেনি; বরং তারা নিজেদের অগ্রগতির স্বার্থেই এসব বিধিনিষেধ আরোপ করেছে।

ধর্ম অবমাননা যেহেতু অন্যের স্বাধীনতায় আঘাত হানা এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করারই নামান্তর, তাই নিছক বস্তুগত দৃষ্টিতেও এটি একটি গুরুতর অপরাধ। পুরো বিশ্বে এটিকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ তো আছেই। শুধু ইসলামই নয়; অন্যান্য ধর্মও একে চরম শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে অভিহিত করেছে।

বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের আইনে ধর্ম অবমাননা শাস্তিযোগ্য অপরাধ

বিশ্বের অনেক রাষ্ট্রেই ব্লাসফেমি বা ধর্ম অবমাননার বিরুদ্ধে আইন রয়েছে। উক্ত রাষ্ট্রসমূহে ধর্ম অবমাননাকে একটি গুরুতর অপরাধ হিসেবেই জ্ঞান করা হয়। অনেক রাষ্ট্রে এ আইনের সুষ্ঠু বাস্তবায়নও

রয়েছে। যদিও কোথাও কোথাও তা বেশ শিথিল। একাধিক আন্তর্জাতিক সংস্থা সেসব দেশের পরিসংখ্যান তুলে ধরেছে। যেমন: যুক্তরাষ্ট্রের 'কমিশন অন ইন্টারন্যাশনাল রিলিজিয়াস ফ্রিডম' এর ২০১৭ সালের রিপোর্টে ৭১ টি দেশের তালিকা উঠে আসে যেখানে ব্লাসফেমি আইন রয়েছে। অনুরূপভাবে যুক্তরাষ্ট্রের 'লাইব্রেরী অব কংগ্রেস' এর মতে ২০১৭ সলে ৭৭টি দেশের আইনে 'ব্লাসফেমি, ধর্ম অবমাননা, ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত ও অনুরূপ আচরণ'কে অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। (বিবিসি ৪ নভেম্বর ২০১৮ঈ.) ইনসাইক্লোপিডিয়া অফ ব্রিটেনিকার তথ্যমতে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে অধিকাংশ দেশেই ব্লাসফেমিকে 'অপরাধ' হিসেবে বিবেচনা করা হয়। (১১/৭৪) সুতরাং ব্লাসফেমি বা ধর্ম অবমাননা একটি অপরাধ এটি সর্বজন স্বীকৃত। তবে তার শাস্তির পরিমাণ ও কঠোরতায় সকল দেশের আচরণবিধি এক রকম নয়। আমাদের বক্ষমান প্রবন্ধে বø্লাসফেমি যে একটি অপরাধ- তা প্রমাণ করাই মুখ্য। শাস্তির ধরন বিবেচনা না করে অপরাধ-দিকটি তুলে ধরার চেষ্টা করব। নমূনাস্বরূপ শুধু কয়েকটি অমুসলিম রাষ্ট্রের বিবরণ উল্লেখ করছি, যেখানে ব্লাসফেমি ল' বিদ্যমান। যেমন:

১. যুক্তরাষ্ট্রে ব্লাসফেমি আইন

আমেরিকার সুপ্রিম কোর্টের এক সিদ্ধান্তে উল্লেখ হয়েছে, কোথাও সংবিধিবদ্ধ আইন (Statutory Law)ি না থাকলেও সেখানের ধর্ম অবমাননার ক্ষেত্রে বø্লাসফেমি আইন কার্যকর হবে। (দ্র. 20

PIK 206) ম্যাসাচুসেট্স, মিশিগান, ওকলাহোমা, সাউথ ক্যারোলিনা ইত্যাদি প্রদেশের আইনে ব্লাসফেমি ল’ এখনও বিদ্যমান। উদাহরণস্বরূপ ম্যাসাচুসেট্সে জেনারেল ল’-এর অনুচ্ছেদ-৩৬ অনুযায়ী:

Whoever wilfully blasphemes the holy name of God by denying, cursing or contumeliously reproaching God, his creation, government or final judging of the world, or by cursing or contumeliously reproaching Jesus Christ or the Holy Ghost, or by cursing or contumeliously reproaching or exposing to contempt and ridicule, the holy word of God contained in the holy scriptures shall be punished by imprisonment in jail for not more than one year or by a fine of not more than three hundred dollars, and may also be bound to good behavior

“যে ব্যক্তি একগুয়েমিবশত স্রষ্টার পবিত্র নামকে অবমাননা ও ভৎর্সনা করে, তাঁর সৃষ্টি ও পরকাল দিবসের প্রতি ঔদ্ধত্যতা প্রকাশ করে, যিশু খ্রিস্ট ও পবিত্র আত্মাকে অবমাননা ও বিদ্রুপ প্রকাশ করে, পবিত্র পান্ডুলিপিতে লিখিত গড শব্দটির প্রতি কটাক্ষ করে, তাহলে তাকে তিন হাজার ডলার অর্থদণ্ড কিংবা এক বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হবে।”

(The 190th General Court of The Commonwealth of Massachusetts (Retrieved on March 28, 2017) https://malegislature.gov/Laws/General Laws/PartIV/TitleI/Chapter272/Section36)
মেরীল্যান্ডের সংশোধিত প্রাদেশিক আইন-১৯৩০ অনুযায়ী এমন কোনো আইন প্রয়োগ করা নিষেধ যা ১৮৭৯ এর কোডিফিকেশনের আওতাধীন, যার মাধ্যমে ব্লাসফেমি ল'-কে ব্যান্ড করা হয়েছিল। এ্যাক্ট- ৭২ এর অনুচ্ছেদ ১৮৯- এ উল্লেখ আছে,
If any person, by writing or speaking, shall blasphemy or curse Goda or sale writing or utter any profane warrant off and concerning our saviour, Jesus Christ, or of and concerning the Trinity, or any of the persons there of, he shall, on conviction we find not desi then 1000 dollars or imprisoned not more thannot more than 6 months, orbahut find in imprisoned s aforesaid at the discretion of the court."
"যদি কোনো ব্যক্তি তার কোনো লেখা বা কথার মাধ্যমে স্রষ্টাকে অবমাননা ও ভৎর্সনা করে, কিংবা আমাদের ত্রাণকর্তা, যিশু খ্রিস্ট, ত্রিত্ববাদ বা তৎসম্পর্কীয় কারো ব্যাপারে কোনো অমার্জিত শব্দ লেখে বা উচ্চারণ করে, তাহলে তার এক হাজার ডলার অর্থদণ্ড বা

ছয় মাসের কারাদণ্ড দণ্ডিত করা হবে। আর আদালত এ দুই শাস্তির যে কোনো একটি অথবা উভয়টি কার্যকর করার ক্ষমতা রাখে।” (Archieves of Marry Land Online (Retrieved on March 28,2017)http://msa.maryland.gov/megafile/msa/speccol/sc2900/sc2908/000001/000388/pdf/am388--824.pdf)

২. যুক্তরাজ্যে ব্লাসফেমি আইন

ব্রিটেনেও ধর্ম অবমননা একটি অপরাধ। ১৮শতক পর্যন্ত ধর্ম অবমাননা বা ব্লাসফেমির শাস্তি হিলো মৃত্যুদণ্ড। একবিংশ শতকে তা সংশোধন করে আজীবন কারাদণ্ড করা হয়। সংশোধিত আইনটি কমন ল’ (Common Law) নামে পরিচিত। (দ্র. Blackstone Criminal Practice 1995, Chaper-23)

৩. গ্রিসে ব্লাসফেমি আইন

গ্রিস আইন প্যানেল কোড অনুচ্ছেদ ১৯৮, ১৯৯, ও ২০১ হিসেবে ধর্ম অবমাননা অপরাধ হিসেবে গণ্য। ডিজাইন প্যানেল কোড ১৯৮ উল্লেখ আছে,

One who publicly and maliciously and by any means blasphemes God shall be punished by imprisonment for not more than two years; 2. Anyone, except as

described in par.1, who displays publicly with blasphemy a lack of respect for things divine, is punished with up to 3 months in prison

"১. যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে ও বিদ্বেষবশত স্রষ্টাকে নিয়ে বিদ্রুপ করে, তাকে দু'বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

২. কোনো ব্যক্তি জনসম্মুখে ঐশী বিষয়াবলীর প্রতি অসম্মানজনক কোনো কিছু প্রকাশ করলে সে তিন মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।"

(Talia Naamat, Nina Osin, Dina Porat, Legislating for Equality: A Multinational Collection of Non-Discrimination, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, Netherlands, 2012, P 191.)

আর্টিকেল ১৯৯ উল্লেখ আছে,

One who publicly and maliciously and by any means blasphemes the Greek Orthodox Church or any other religion tolerable in Greece shall be punished by imprisonment for not more than two years." Similarly, the country outlaws any speech or acts that "insults public sentiment" or "offends people's religious sentiments."

“যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে ও বিদ্বেষবশত যে কোনোভাবে গ্রীক অর্থোডক্স চার্চ অথবা গ্রীক রাষ্ট্র স্বীকৃত অন্য যে কোনো ধর্মের ব্যাপারে কটাক্ষ করবে, তাকে দুই বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে। একইভাবে কেউ যদি রাষ্ট্রীয় আইন বহির্ভূত এমন কোনো কথা বা কাজ করে, যা গণভাব-প্রবণতা কিংবা জনগণের ধর্মীয় ভাব-প্রবণতার জন্য অবমাননাকর ও বিরক্তিকর- তাহলে তার ব্যাপারেও উক্ত শাস্তি আরোপ হবে।”

(Greek Penal Code,Library of Congress. (Retrieved on April 4, 2017) https://www.loc.gov/law/help/blasphemy/index.php#_ftn72)

৪. নরওয়েতে ব্লাসফেমি আইন

নরওয়েতেও ধর্ম অবমাননা একটি অপরাধ। ব্লাসফেমি ল’ একটি সাংবিধানিক আইন। যেমন প্যানেল কোড সেকশন- ১৪২ এ উল্লেখ হয়েছে,

Any person who by word or deed publicly insults or in an offensive or injurious manner shows contempt for any creed whose practice is permitted in the realm or for the doctrines or worship of any religious community lawfully existing here, shall be

liable to fines or to detention or imprisonment for a term not exceeding six months.

“কোনো ব্যক্তি যদি জনসম্মুখে ন্যাক্কারজনক বা প্রতিঘাতমূলক এমন কোনো আচরণ করে যা রাষ্ট্র অনুমোদিত কোনো ধর্মমত, মতাদর্শ কিংবা এখানকার আইনানুগ কোনো ধর্মীয় সম্প্রদায়ের কোনো ইবাদাতকে অবমাননা করে, তাহলে তাকে আইনানুগভাবে দণ্ডিত বলে গ্রেফতার করে ছয় মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হবে।”

(General Civil Penal Code of Norway,P.42. (Retrieved on April 1, 2017) http://www.un.org/depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/NOR_penal_code.pdf)

৫. জিম্বাবুয়েতে ব্লাসফেমি আইন

জিম্বামুয়েতেও ধর্ম অবমাননা একটি অপরাধ । ১৯৮০ সালে এ দেশটি স্বাধীনতা লাভ করে। এরপর হতেই এতে ব্লাসফেমি ল’ বিদ্যমান। এটি প্রোটেস্ট্যান্ট সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্র। জিম্বাবুয়ে প্যানেল কোড সেকশন- ৪২ এর প্রথম ধারায় ধর্মের সংজ্ঞা উল্লেখপূর্বক ধর্ম কটাক্ষের সমস্ত মাধ্যমকে বর্ণনা করা হয়েছে । যেমন: উক্ত সেকশনে উল্লেখ আছে,

Creed or Religion” means any system of beliefs associated with practices of worship that is adhered

to by any significant body of persons in Zimbabwe or any other country; “film”, “picture”, “publication”, “record” and “statue” have the meanings assigned to those terms by section 2 of the Censorship and Entertainments Control Act [Chapter 10:04];

(a) making the statement in a public place or any place to which the public or any section of the public have access;

(b) publishing it in any printed or electronic medium for reception by the public; “statement” includes any act, gesture or form of expression, whether verbal, written or visual, but does not include any film, picture, publication, statue or record that is of a bona fide literary or artistic character

“ধর্মমত ও ধর্ম বলতে বুঝায়, বিশ্বাসের এমন কিছু ধরন যা উপাসনার কার্যাবলির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। জিম্বাবুয়ে কিংবা অন্য কোনো রাষ্ট্রের ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত কোনো বিষয়কে যদি কেউ ফিল্ম, ছবি, প্রকাশনা, রেকর্ড কিংবা কোনো প্রতিমূর্তি বানিয়ে অবমাননা করে, তাহলে সে the Censorship and Entertainments Control Act, section 2 [Chapter 10:04] অনুযায়ী দণ্ডিত হবে। তার বিদ্রুপ প্রকাশ দুভাবে হতে হবে:

১- সে বিদ্রুপাত্মক বিবৃতি প্রকাশ করে সমাগমে কিংবা এমন স্থানে যেখানে সর্বসাধারণের প্রবেশাধিকার আছে।
২- অথবা কোনো প্রিন্ট কিংবা ইলেকট্রনিক মাধ্যম যা কাজ, ভাবমূর্তি ও প্রকাশনাসহ সবধরনের গণ-বিবৃতিগ্রাহী। এগুলোর মাধ্যমে মৌখিক, লিখিত কিংবা চাক্ষুষ কোনো কিছু প্রকাশ করা। তবে এতে এমন কোনো ফিল্ম, ছবি, প্রকাশনা, ভাস্কর্য কিংবা রেকর্ডের অন্তর্ভুক্তি হবে না- যা কোনো সদুদ্দেশ্যে করা হয়ে থাকে। সাধারণত সাহিত্যিক ও চিত্রশিল্পীরা এগুলো করে থাকে।”
(Zimbabwe: Criminal Law (Codification and Reform) Act, (Publisher) National Legislative Bodies , CHAPTER IV CRIMES AGAINST PUBLIC ORDER, Section 42, Causing offence to persons of a particular race, religion, P 23 (Retrieved on April, 5 2017) http://www.refworld.org/ docid/ 4c45b64c2.html)

৬. মাল্টায় ব্লাসফেমি আইন

মাল্টাতেও ধর্ম নিয়ে কটাক্ষ করা ও অন্যান্য অসচ্চরিত্র মূলক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে আইন বিদ্যমান । মাল্টার প্যানেল কোড আর্টিকেল নাম্বার ১৬৩, ১৬৪ যা ১৯৩৩ সালে উক্ত আইন প্রণীত হয়েছিল। আর আইনটি রোমান ক্যাথলিক চার্চ এর রক্ষাকবচ ছিল । এটা ২০১৬ পর্যন্ত কার্যকর ছিল । শাস্তি ছিল এক মাস হতে ৬ মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড।

২০১৬ সালে এপ্রিল মাসে আর্টিকেল নাম্বার ১৬৫ এ আইনকে সংস্কার করে অনেকটা শাব্দিক পরিবর্তন আনা হয়। আর্টিকেল ১৬৫ এর দুটি ধারা অনুযায়ী

(1) Whosoever impedes or disturbs the performance of any function, ceremony or religious service of any religion tolerated by law, which is carried out with the assistance of aminister of religion or in any place of worship or in any public place or place open to the public shall, if the impediment or disturbance causes no serious danger to public order be liable to apunishment of up to six months imprisonment and if such a serious danger results the punishment shall be increased by one degree.(2) Any act amounting to threat or violence against the person is committed, the punishment shall be imprisonment for a term from six months to two years

"যে ব্যক্তি কোনো কাজ সংগঠনে, কোনো উৎসব উদযাপন কিংবা রাষ্ট্রীয় আইনানুগ ধর্মীয় কোনো এমন বিষয়ে বাধা দিবে বা বিরিক্তকর এমন কাজ করবে যা ধর্মের মৌলিক বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত এমন কিছুকে ধারণ করবে, উপাসনার কোনো জায়গায়, সমাগমে কিংবা উন্মুক্ত স্থানে এ ধরনের বিদ্রুপমূলক কিংবা বিরক্তিকর কাজ করে তাহলে তাকে ছয় মাসে কারাদণ্ডে দণ্ডিত

করা হবে। অপরাধের ধরন অনুপাতে তার শাস্তির মাত্রা বৃদ্ধি করা হবে ও ধমকি ও কঠোরতা স্বরূপ ছয় মাস হতে দু'বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে।"

(Malta Criminal Code, the Penal Laws and the Laws of Criminal Procedure. CRIMES AGAINST THE RELIGIOUS SENTIMENT, Obstruction of Religious services. Added by: XXVIII. 1933.2.Amended by :XXXVII. 2016.4 ,Page 75 Retrieved on April 5, 2017 http://www.justiceservices.gov.mt/ DownloadDocument.aspx?app=lom&itemid=8574)

মাল্টা আইন আর্টিকেল ৩৩৮- ন.ন অনুযায়ী নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ও ধর্মকে কটাক্ষ করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য হবে।

Even though in a state of intoxication, publicly utters any obscene or indecent words, or makes obscene acts or gestures, or in any other manner not otherwise provided for in this Code, offends against public morality, propriety or decency

"এমনকি নেশাগ্রস্ত অবস্থায়ও কেউ যদি অশ্রাব্য, অশ্লীল বাক্যালাপ করে কিংবা কোনো কাজ, ভঙ্গি বা এমন কোনো আচরণ করে যা অন্যদের নৈতিকতা বিরোধী, অনুপুযুক্ত ও অনুচিত তাহলে ঐ আচরণও দণ্ডনীয় অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে।"

(Malta Criminal Code, the Penal Laws and the Laws of Criminal Procedure. Page 178 (Retrieved on April 5, 2017) http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lom&itemid=8574)

আর্টিকেল ৩৪২ এ উল্লেখ আছে,

where the act consists in uttering blasphemous words or expressions, the minimum punishment to be awarded shall in no case be less than a fine (ammenda) of eleven euro and sixty-five cents (11.65) and the maximum punishment may be imprisonment for a term of three months

"বিদ্রুপাত্মক কোনো কাজ বা প্রকাশনার কারণে সর্বনিম্ন ১১.৬৫ ইউরো অর্থদণ্ড ও সর্বোচ্চ তিন মাস কারাদণ্ড।" (Malta Criminal Code, Page 181, Ibid)

৭. আয়ারল্যান্ডে ব্লাসফেমি আইন

আয়ারল্যান্ডে বাকস্বাধীনতা, মুক্তমনা এসেম্বলি ও এসোসিয়েশন এর স্বাধীনতার অধিক প্রবণতা থাকা সত্ত্বেও সেখানে ক্যাথলিক চার্চ অত্যন্ত সক্রিয় ও ধর্মীয় বিষয়ে ব্যাপক পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে থাকে। ২০০৯ সালে সেখানে ব্লাসফেমি ল' অত্যধিক পরিচিত হয়ে ওঠে। আয়ারল্যান্ড আইন আর্টিকেল ৪০ এ ধর্ম অনুভূতির স্বাধীনতা রক্ষার কথা বলা হয়েছে। তা সত্তে¡ও ধর্ম

নিয়ে বিদ্রূপের কোন সুযোগ সেখানে নেই। যেমন: সেখানে উল্লেখ হয়েছে,

The publication or utterance of blasphemous, seditious, or indecent matter is an offence which shall be punishable in accordance with law.”

“কটুক্তিমূলক, রাষ্ট্রদ্রোহমূলক কিংবা অশ্লীল কোনো কিছু বলা বা প্রকাশ করা রাষ্ট্রীয় আইনের দৃষ্টিতে শাস্তিযোগ্য অপরাধ।”

(Constitution of Ireland, GOVERNMENT PUBLICATIONS SALE OFFICE SUN ALLIANCE HOUSE, MOLESWORTH STREET, DUBLIN II, P 160 http://www.taoiseach.gov.ie/eng/ Historical_ Information/The_Constitution/February_2015_- _Constitution_of_ Ireland_.pdf)

ডিফেমেশন অ্যাক্ট ২০০৯ অনুযায়ী যদি কোন ব্যক্তি কটূক্তি করে, তাহলে ১৩৬ নং ধারা অনুযায়ী তার শাস্তি নিম্নরূপ:

A person who publishes or utters blasphemous matter shall be guilty of an offence and shall be liable upon conviction On indictment to a fine not exceeding 25,000/.

“কোনো ব্যক্তি যদি অবমাননাকর কোনো কিছু বলে বা প্রকাশ করে, তাহলে তার সর্বোচ্চ ২৫ হাজার পাউন্ড অর্থদণ্ড হবে।”

(Ireland Defamation Act 2009, PART 5, Criminal Liability, P 26 http://www.irishstatutebook.ie/eli/2009/act/31/enacted/en/pdf)

এ আইন ৯ জুলাই ২০০৯ সালে পাশ হয়েছে। আর পহেলা জানুয়ারি ২০১০ সালে কার্যকর হয়েছে।

বাংলাদেশে ধর্ম অবমাননার শাস্তি

বাংলাদেশের সংবিধান প্রারম্ভ হয়েছে 'বিস্মিল্লহির-রাহমানির রহিম' দিয়ে। সংবিধানের ২ অনুচ্ছেদের ক-এ.....উল্লেখ হয়েছে, "প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, তবে এখানে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টানসহ অন্যান্য ধর্ম পালনে রাষ্ট্র সমমর্যাদা ও সমঅধিকার নিশ্চিত করবে। ৪১ অনুচ্ছেদের (১) এর (ক) তে উল্লেখ হয়েছে, প্রত্যেক নাগরিকের যে-কোনো ধর্ম অবলম্বন, পালন বা প্রচারের অধিকার রয়েছে। তবে শর্ত হলো, এসব অধিকার চর্চা করতে গিয়ে আইন, জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতাবিরোধী কোনো কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হওয়া যাবে না।

সংবিধানের এসকল অনুচ্ছেদ এবং দফা ও উপদফা থেকে সহজেই বুঝে আসে যে, ধর্ম চর্চা ও পালন একটি সাংবিধানিক অধিকার। এ অধিকারকে অবমাননা করা এবং তার মূল্যবোধে আঘাত করা সংবিধান লঙ্ঘন এবং গুরুতর অপরাধ।

বাংলাদেশের প্রচলিত ফৌজদারি আইনে ধর্ম অবমাননা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। দেশের দণ্ডবিধির ২৯৫-২৯৮ ধারার আইনে এ সংক্রান্ত অপরাধ এবং তার শাস্তির বিধান উল্লেখ হয়েছে। যেমন: “২৯৫- কোনো বা যে কোনো বিশেষ ধর্মবোধে অবমাননা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে উপাসানলয়ের ক্ষতি সাধন বা অপবিত্র করা। ২৯৫ (ক) -কোনো বা যে কোনো বিশেষ ধর্ম বা ধর্মীয় বিশ্বাসকে অবমাননা করে উক্ত যে কোনো ধর্মীয় অনুভূতিতে কঠোর আঘাত হানার উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃত বিদ্বেষাত্মক কাজ।”.....

এ সকল অপরাধ প্রমাণিত হলে সর্বোচ্চ দুই বছর পর্যন্ত শাস্তির বিধান আছে। ১৮৬০ সালের মূল আইনে এ ধারাটি ছিলো না। পরবর্তীতে ১৯২৭ সালে এক সংশোধনীর মাধ্যমে এ ধারাটি যুক্ত করা হয়। আইনটি আবারও সংশোধন করা হয় ২০০৬ সালে। ২০০৬ সালের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির আইনে সেই শাস্তি আরও বাড়ানো হয়েছে। এ আইনের ৫৭ নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ হয়েছে, “ইলেকট্রনিক ফরমে মিথ্যা, অশ্লীল অথবা মানহানিকর তথ্য প্রকাশ সংক্রান্ত অপরাধ ও উহার দণ্ড:- (১) কোন ব্যক্তি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে ওয়েব সাইটে বা অন্য কোন ইলেট্রনিক বিন্যাসে এমন কিছু প্রকাশ বা সম্প্রচার করেন, যাহা মিথ্যা ও অশ্লীল বা সংশ্লিষ্ট অবস্থা বিবেচনায় কেহ পড়িলে, দেখিলে বা শুনিলে নীতিভ্রষ্ট বা অসৎ হইতে উদ্বুদ্ধ হইতে পারেন অথবা যাহার দ্বারা মানহানি ঘটে, আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটে বা ঘটার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়, রাষ্ট্র ও ব্যক্তির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয় বা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত

করে বা করিতে পারে বা এ ধরনের তথ্যাদির মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি বা সংগঠনের বিরুদ্ধে উস্কানী প্রদান করা হয়, তাহা হইলে তাহার এই কার্য হইবে একটি অপরাধ।

(২) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন অপরাধ করিলে তিনি অনধিক দশ বৎসর কারাদণ্ডে এবং অনধিক এক কোটি টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।”

আইনটি আবার সংশোধিত হয় ২০১৮ সালে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন প্রণয়নের মাধ্যমে। ২০০৬ সালের বিধিত শাস্তির পরিমাণ কমানো হয়। ‘ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন-২০১৮’ এর ২৮ নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ হয়েছে, ‘ওয়েবসাইট বা কোনো ইলেট্রনিক বিন্যাসে ধর্মীয় মূল্যবোধ বা অনুভূতিতে আঘাত করে এমন কোনো তথ্য প্রকাশ, সম্প্রসার, ইত্যাদি। -(১) যদি কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠি ইচ্ছাকৃতভাবে বা জ্ঞাতসারে ধর্মীয় মূল্যবোধ বা অনুভ,তিতে আঘাত করিবার অভিপ্রায়ে ওয়েবসাইট বা অন্য কোনো ইলেকট্রনিক বিন্যাসে এমন কিছু প্রকাশ বা সম্প্রচার করেন বা করান, যাহা ধর্মীয় অনুভ,তি বা ধর্মীয় মূল্যবোধের উপর আঘাত করে, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তির অনুরূপ কার্য হইবে একটি অপরাধ।

(২) যদি কোনো উক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো অপরাধ সংঘটন করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক ৭ (সাত) বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(৩) যদি কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত অপরাধ দ্বিতীয় বার বা পুনঃ পুনঃ সংঘটন করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক ১০ (দশ) বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনধিক ২০ (বিশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

ধর্ম অবমাননা একটি আন্তর্জাতিক অপরাধ। মানবতার বিরোধী। একই সাথে দেশের বিধিবদ্ধ সংবিধান লঙ্ঘনও এতে। অথচ অপরাধ যতটা গুরুতর ও মারাত্মক, এর শাস্তি ততটা কঠোর ও দৃঢ় নয়; দৃষ্টান্তমূলকও নয়। যতটুকু রয়েছে তার বাস্তবায়নও অপ্রতুল। ফলে ধর্ম অবমাননার অপরাধ দিন দিন বেড়েই চলেছে। প্রতি বৎসর যে পরিমাণ অপরাধী এই অপরাধ করে ধর্মপ্রাণ মানুষের অনুভুতিতে আঘাত করছে এবং জনশৃঙ্খলা বিনষ্ট করছে তা বড়ই উদ্বেগজনক। নেহায়ত বেকায়দায় না পড়লে এর প্রতিরোধে সরকারের ভুমিকাও প্রশ্নবিদ্ধ। এ অপরাধ নির্মূলে প্রয়োজন ইসলামী আইন ও সরকারের আন্তরিকতা এবং সামগ্রিক পরিস্থিতির উন্নয়ন। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠের এ দেশে মুসলিম জনগনের অভিপ্রায়ও এমনই।